সংবাদ

তারিখ 04 APR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ঢাকা : বুধবার ২১ চৈত্র ১৪১৩
Dhaka : Wednesday 4 April 2007

সম্পাদকীয়

নবম-দশম শ্রেণীতে ঝরে পড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সঙ্কট

শিক্ষা ক্ষেত্রে এতদিন প্রাথমিক পর্যায়েই শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়া আলোচিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সারাদেশে নবম এবং দশম শ্রেণীতে প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। অথচ প্রাথমিক পর্যায়ে সারাদেশে গড়ে প্রায় ৩০ থেকে ৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার রেকর্ড রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এ বছর ৬ লাখ ১৩ হাজার ৩২৮ জন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক ও দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। অথচ এ পরীক্ষা দেয়ার জন্য নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করেছিল ১১ লাখ ৫৭ হাজার ৯২৩ জন শিক্ষার্থী। বাকি ৫ লাখ ৪৪ হাজার ৫৯৫ জন শিক্ষার্থী অর্থাৎ ৪৮.৩ শতাংশ দুই বছরে ঝরে পড়েছে।

স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এত শিক্ষার্থীর ঝরে যাওয়া শুধু বড় ধরনের জাতীয় অপচয়ই নয়, উদ্বেগজনকও বটে। প্রশ্ন হচ্ছে– কেন এই ঝরে যাওয়া? আর একটি হচ্ছে নবম শ্রেণীতে যাদের নিবন্ধন করা হয়েছে তাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার্থী কতজন, অথবা উপবৃত্তির জন্য বেশি ছাত্রী দেখানো হয়েছে কি না? তবে মাঠপর্যায়ের শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে ঝরে পড়ার বেশ কয়েকটি কারণ জানা গেছে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, অর্থাৎ দশম শ্রেণীতে ওঠার পর নির্বাচনী পরীক্ষায় একের অধিক বিষয়ে ফেল করলে পরীক্ষায় অংশ নিতে না দেয়া, নবম-দশম শ্রেণীতে ওঠার পর ছাত্রীদের বিয়ে দিয়ে দেয়ার প্রবণতা, কম মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের ছোটখাটো কাজে যোগ দেয়া ইত্যাদি। এছাড়াও উপবৃত্তি নিয়ে যে দুর্নীতি চলছে তার কারণেও ভুয়া ছাত্রী ভর্তি দেখানোর প্রবণতা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু থাকায় দুই ধরনের কারচুপি হচ্ছে। পরীক্ষায় নির্ধারিত নম্বর না পাওয়া বা শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত উপস্থিতি না থাকলেও শর্ত ভঙ্গ করে ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়ার ঘটনা যেমন রয়েছে, তেমনি আরেক শ্রেণীর শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার যোগসাজশে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের জন্য ভুয়া ছাত্রী ভর্তি দেখানো হয়।

সমস্যাটি খুবই গভীর। একদিকে যেমন শিক্ষার সমস্যা অন্যদিকে তেমনি আর্থিক সমস্যা। সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে শিক্ষাখাতের দুর্নীতি। আমরা আশা করব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হবে। জানা গেছে, স্বল্প সময়ের মধ্যে এত শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়ার ঘটনা তদন্ত করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অবসর ছুটিতে যাওয়া জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন, জাতীয় স্বার্থে তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টি খতিয়ে দেখা ও এর প্রতিকার জরুরি। এ নিয়ে গবেষণা করতে হবে বলে মত দিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকদের চিঠি দিয়ে তাদের মতামত চাওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া' সবারই জানা। নবম-দশম শ্রেণীতে প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার বিষয়টি নিশ্চয়ই নতুন নয়, এবং একদিনেও ঘটেনি। কয়েক বছর ধরেই চলছে। এতদিনে এ বিষয়ে টনক নড়েছে। তাও ভাল যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুনজর পড়েছে। আমরা এখন আশা করতে পারি যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি সঠিক তথ্যানুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং শুধু প্রধান শিক্ষকদের কাছে চিঠি পাঠিয়েই দায়িত্ব সারবে না– মাঠপর্যায়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অন্যান্য শিক্ষকের কাছ থেকেও এর কারণ জানার উদ্যোগ নেবে। সঠিক ও যথার্থ কারণগুলো বের করে সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের এ জটিল সমস্যাটি দূর করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিষয়টিকে শিক্ষার সামগ্রিক দুরবস্থার আলোকেই খতিয়ে দেখতে হবে এবং যেভাবেই হোক এর সমাধান করতে হবে, যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সমাধান চায়।